- বর্ষ ২০২১
- সংখ্যা ০১
- জানুয়ারি- মার্চ

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২০ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী পালন

আগামী প্রজন্মের সামনে পরাণ রহমানের জীবনাদর্শ তুলে ধরার আহ্বান

মুক্তিযুদ্ধের পরপরই শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ঘাসফুল' প্রতিষ্ঠা করেন এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। পরাণ রহমানের কর্মজীবন আমাদের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। প্রয়াত পরাণ রহমান এর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল স্মরণ সভায় বক্তারা আগামী প্রজন্মের সামনে মানবদরদি পরাণ রহমানের জীবনাদর্শ তুলে ধরার আহ্বান জানান। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ঘাসফুল-চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন, সংসদ সদস্য এরোমা দত্ত, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা ও অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ পারভেজ এমদাদ, সাবেক সচিব ফেরদৌস আরা বেগম, ৩১৫বি-৪ এর জেলা গভর্ণর লায়ন সুকান্ত ভট্টাচার্য এমজেএফ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, ওয়াইডব্লিউসিএ এর জেনারেল সেক্রেটারি সিনথিয়া ডি রোজারিও, সাবেক বিশ্ব ব্যাংক কর্মকর্তা ও ঘাসফুলের প্রধান উপদেষ্টা সাদিয়া চৌধুরী, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ।

> শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ঘাসফুল' প্রতিষ্ঠা করেন এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। পরাণ রহমানের কর্মজীবন আমাদের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

এসময় পরাণ রহমান স্মরণে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'পরিচয়' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান মোনা হক এবং মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন শিখা জামান। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য জেরিন মাহমুদ হোসেন সিপিএ, এফসিএ।

এছাড়াও স্মরণ সভায় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন সাবেক মন্ত্রি ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ'র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, জাহানারা বেগম, নাজনীন রহমান, ইয়াসমিন আহমেদ, ঝুমা রহমান, আরডিসি এর জান্নাত-ই ফেরদৌস। পরাণ রহমানের সহপাঠী বিগ্রেডিয়ার (অবঃ) রাজিয়া খানমসহ দেশ বিদেশে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্খী ও গুণগ্রাহী। এদিন সকালে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে মরহুমা পরাণ রহমাণ স্মরণে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮:০০টায় খতমে কোরআন এবং ৯:০০টায় পবিত্র মিলাদ ও মোনাজাতের মাধ্যমে উক্ত মিলাদ ও দোয়া মাহফিল শেষ হয়। মাহফিলে ঘাসফুলের পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশা. ও মানবসম্পদ) মফিজুর রহমানসহ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশ নেন। একইদিনে রাত ১০.৩০মিনিটে বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা ও উন্নয়ন সংগঠক প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ স্মরণে বিশেষ আলোচনানুষ্ঠান 'স্মরণ' প্রচার করা হয়। ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র উপস্থাপনায় আলোচনানুষ্ঠানে সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চবি. উপাচার্য প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অধ্যক্ষ শীলা মোমেন ও ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী।

আইসিএমএবি'র বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড পেলো ঘাসফুল

ঘাসফুল যৌথভাবে এনজিও ক্যাটাগরিতে ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ এর ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ঢাকার একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

> ঘাসফুল যৌথভাবে এনজিও ক্যাটাগরিতে ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ এর ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলি রুবাইয়াতুল ইসলাম, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. জাফর উদ্দিন, সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টসের (সাফা) সভাপতি এ কে এম দেলোয়ার হোসেন, আইসিএমএবির সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন আকন্দ, আইসিএমএবির করপোরেট অ্যাওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান মো. আব্দুল আজিজসহ বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এসময় সংস্থার পক্ষে আরো উপস্থিত ছিলেন অডিট ও মনিটরিং ব্যবস্থাপক টুটুল কুমার দাশ এবং ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মকসুদুল আলম কুতুবী।

সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ

ঘাসফুল স্কলারশীপ ফান্ডের শিক্ষা উপকরণ ও বৃত্তি প্রদান

ঘাসফুল পরিচালিত ঝরেপড়া ও আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচির বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু পূর্ণিমা আক্তারকে সংস্থার স্কলারশীপ ফান্ড থেকে শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ০২ ফেব্রুয়ারি ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী'র সভাপতিত্বে স্কুল উপকরণ ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, চট্টগ্রাম এর সহকারী পরিচালক মো: জুলফিকার আমিন। এ সময় প্রধান অতিথি বলেন, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ঘাসফুলের উদ্যোগ বরাবরই আলাদা এবং ব্যতিক্রম। বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, কমিউনিকেশন, এডমিন, ফান্ড রাইজিং ও মনিটরিং ব্যবস্থাপক নুদরাত এ করিম, ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, সুপারভাইজার গুলশান আরা, উম্মে হাফসা ও লিমা আকতার এবং উপকারভোগীর শিশু পূর্ণিমার অভিভাবক শ্যামলা বেগম।

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প সংবাদ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

চট্টগ্রাম মহানগরীতে ঘাসফুলের আউট অব স্কুল চিলড্রেন শিক্ষা কর্মসূচি কর্তৃক পরিচালিত ১৪২টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহান ২১ ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে সকালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্থানীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষিকা, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সদস্য ও সুপারভাইজারগণ অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র জন্ম শতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঘাসফুলের আউট অব স্কুল চিলড্রেন শিক্ষা কর্মসূচি কর্তৃক পরিচালিত ১৪২টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এতে বিদ্যালয়ের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর বিভিন্ন ছবি অঙ্কন করে, যা পরবর্তীতে ফেসবুক ও ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এ উপলক্ষে ১৮ মার্চ ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়েও এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ফিল্ড কো অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংস্থার প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক এবং ঘাসফুলের আউট অব স্কুল চিলড্রেন শিক্ষা কর্মসূচির ফোকাল পার্সন মফিজুর রহমান, বক্তব্য রাখেন প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, প্রকল্পের প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদ প্রমুখ। এসময় সংস্থার কর্মকর্তা ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণ উপস্থিত ছিলেন।

ফিল্ড সুপারভাইজারদের টিওটি সম্পন্ন

কোভিড-১৯ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ক্ষতি যতটুকু সম্ভব পুষিয়ে দেয়ার জন্য রিমেডিয়াল ক্লাস ও পুনরায় স্কুল খোলার প্রস্তুতি বিষয়ক টিওটি গত ১৫-১৮ মার্চ সংস্থার প্রশিক্ষণ হলে সম্পন্ন হয়। এতে ১২জন ফিল্ড সুপারভাইজার অংশ গ্রহণ করেন। টিওটি পরিচালনা করেন ব্র্যাকের ট্রেইনার মোঃ শওকত আকবর, মোমিনুল করিম, ঘাসফুলের ফিল্ড কো অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম ও ট্রেইনার জোবায়দুর রশীদ।

শিক্ষকদের রিফ্রেশাস পরিদর্শনে

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সিস্টেম এনালিষ্ট মুর্শিদা বেগম

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ঢাকার সিস্টেম এনালিষ্ট মুর্শিদা বেগম গত ২৩ মার্চ সংস্থার প্রকল্প কর্মএলাকা আগ্রাবাদ ছোটপুল উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের কোভিড-১৯ পরবর্তী স্কুল রিওপেনিং এর প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ চলাকালীন লস লার্ণিং তথা শিক্ষার ক্ষতি যতটুকু সম্ভব পুষিয়ে দেয়ার জন্য রিমেডিয়াল ক্লাশ এবং প্রকল্পের সময় বৃদ্ধিকরণ বিষয় এবং কোভিড-১৯ কে জয় করে শিশুদের আনন্দময় জীবনের জন্য নতুন প্রকল্প অথবা উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার সুপারিশমালা প্রস্তাব করেন যাতে শিশুরা তাদের মনোসামাজিকতা অটুট থাকতে সহায়ক হয়। পরির্দশনকালে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রাম জেলার সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির আউট অব স্কুল চিলড্রেন শিক্ষা প্রকল্পের আঞ্চলিক ব্যস্থাপক মাহবুব হোসেন খান, প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদ, মোঃ শওকত আকবর ও সুপারভাইজারগণ।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

ঘাসফুলের আউট অব স্কুল চিলড্রেন শিক্ষা কর্মসূচির উদ্যোগে ১৪২ টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৬ মার্চ 'স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মহান স্বাধীনতা দিবস' উদযাপন করা হয়। এদিন সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাধীনতা দিবসের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করে। এসময় স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষিকা, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সদস্য ও সুপারভাইজারগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষকদের মাসিক রিফ্রেশাস সম্পন্ন

শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনায় নিয়মিতভাবে শিক্ষিকাদের নিয়ে মাসিক রিফ্রেশাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। রিফ্রেশাসে কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস থেকে কীভাবে নিরাপদ থাকবেন, এ সম্পর্কে সচেতনতা, টিকা গ্রহণ ও আবেদন করার সিস্টেম, কোভিড-১৯ পরবর্তীতে স্কুল পরিস্থিতিতে ব্র্যাক বিদ্যালয় পরিচালনা ম্যানুয়েল, লার্ণিং লস ও রিমেডিয়াল কার্যক্রম ২০২১, Must learn, Should learn & Nice learn, স্কুল খোলার পর বিদ্যালয় পরিচালনা, রিমেডিয়াল ক্লাস ও সিএলজি সম্পর্কে ধারণা, বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে লেশন লস নিরুপন ও রিমেইডাল ক্লাস নিয়ে আলোচনা করা হয়। গত তিন মাসে ১৪২টি স্কুলে শিক্ষকদের নিয়ে ২৪টি রিফ্রেশাস অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি চন্দ্রনগর মাট্টিলাপাড়া ও ছোটপোল

উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়, ২০ ফেব্রুয়ারি চন্দ্রনগর মাট্টিলাপাড়া ও টাইগারপাস কলোনী উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়, ২২ ফেব্রুয়ারি বাহির ফিরোজশাহ ও মনোহরখালি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়, ২৩ ফেব্রুয়ারি ডেবারপাড় ও মিয়াখান নগর উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়, ২৪ ফেব্রুয়ারি বাহির ফিরোজশাহ ও মনোহরখালি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ডেবারপাড় ও মিয়াখাননগর উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়, ২১ মার্চ চন্দ্রনগর মাট্টিলাপাড়া ও বাহির ফিরোজশাহ উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়, ২২ মার্চ মনোহরখালি ও মিয়াখাননগর উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়, ২৩ মার্চ ছোটপোল ও ডেবারপাড় উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়, ২৪ মার্চ চন্দ্রনগর মাট্টিলাপাড়া ও বাহির ফিরোজশাহ উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়, ২৫ মার্চ বাহির ফিরোজশাহ ও মনোহরখালি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় এবং ২৭ মার্চ ডেবারপাড় ও টাইগারপাস কলোনী উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়। রিফ্রেশাসে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সুপারভাইজার ফরিদা ইয়াসমিন, গুলশান আরা, জুবাইদা গুলশান আরা, বিদ্যুৎ কান্তি দেব, ইমরানা নাসরিন, হাফসা বেগম, ট্রেইনার জোবায়দুর রশীদ, ব্র্যাকে ট্রেইনার মোঃ শওকত আকবর, মোমিনুল করিম এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করেন ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম। রিফ্রেশাসের বিভিন্ন সেশন পরিদর্শন করেন সংস্থার প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান ও ব্র্যাকের আউট অব স্কুল চিলড্রেন শিক্ষা কর্মসূচির আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মাহাবুব হোসেন খান।

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক নারী দিবস:
"করোনাকালে নারী নেতৃত্ব গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব"

করোনাকালে বিশ্ববাসি যখন এক নতুন সংকটের মুখোমুখি ঠিক তখনই বাংলাদেশসহ বিশ্বের নারীদের এক অভাবনীয় রূপ দৃশ্যমান হয়। বাংলাদেশের নারীরা বাসায় বসে নিজ নিজ পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সন্তানদের অনলাইন ক্লাস, সংসার সামলানো, পরিবারের অসুস্থ লোকজনের দেখাশুনার মধ্য দিয়ে দারুন সাহস, শক্তি, ধৈর্যের সঙ্গে কোভিড সংকট মোকাবিলা করছে। দেখা যায় পরিবারের সদস্যদের সংকটকালীন নতুন এক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করতে নারীরাই বেশী সচেষ্ট। কোভিড মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপি নারী চিকিৎসক, নার্সসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে যেভাবে নির্ভীক সৈনিকের পরিচয় দিচ্ছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে দুর্যোগকালীন সেবা প্রদানে নারীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছেন। শুধু স্বাস্থ্যখাত নয় মহামারি মোকাবিলায় নারী নেতৃত্বও অসাধারণ দায়িত্ব পালন করছেন।

শুধু বাংলাদেশ নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও মহামারি কোভিড মোকাবেলায় নারী নেতৃত্ব তাদের অসাধারন মেধা, ধৈর্য্য ও সহনশীলতা দিয়ে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। দেখা যায়, নারী নেতৃত্বে পরিচালিত ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, জার্মানির মতো দেশগুলো কোভিড নিয়ন্ত্রণে তুলনামূলকভাবে বেশি সফল। নির্মোহ বিবেচনায় বলা যায়, হাজার সমস্যা ও দারিদ্রতা নিয়েও বাংলাদেশ কোভিড মোকাবিলায় তুলনামুলকভাবে অনেক বেশী সফল। বাংলাদেশ শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিনামুল্যে দেশের সকল নাগরিককে টিকা প্রদান নিশ্চিত করতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও কোভিড মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছিল বাস্তবসম্মত। জনগণ যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে, সে বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি-বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে কর্মহীন প্রান্তিক মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি এড়িয়ে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের এসব সাফল্য তুলনামুলক বিবেচনায় অনেক বেশী কার্যকর ছিল। এখানে উল্লেখ করার বিষয় হলো বাংলাদেশেরও রাষ্ট্র পরিচালনায় রয়েছে একজন সাহসি ও মানবিক নারী। মোদ্দাকথা বিশ্বব্যাপি কোভিডকালীন দৃশ্যমান নারী নেতৃত্ব আলোচনার এক নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছে। নারীরা তাদের দক্ষতা, সততা এবং মানবিকতা দিয়ে সংকট মোকাবেলায় যে নজির স্থাপন করেছে তা অত্যন্ত আশাজাগানিয়া। অনেকেই মনে করছেন, দুষণে-শোষণে দুর্বিসহ পৃথিবী ভেঙ্গে নতুন এক নির্মল মানবিক পৃথিবী গড়তে নারী নেতৃত্বই সবচেয়ে বড় সহায়ক হতে পারে। কোভিডকালীন নারী নেতৃত্ব নিয়ে 'উইল দ্য পেনডেমিক রিশেপ দ্য নোশন অব ফিমেল লিডারশিপ'-এ (হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ, জুন ২০২০) টমাস চামোরো-প্রেমুজিক এবং আভিভা উইটেনবার্গ-কক্স লিখেছেন, 'প্রতিভাবান নেতাদের এই দল পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রোল মডেল হয়ে উঠতে পারে, তৈরি হতে পারে নেতৃত্বের নতুন সংজ্ঞা। এই সংকটের সময় নারী নেতৃত্বের সাফল্যের গল্পগুলো একজন শক্তিশালী নেতার কেমন হওয়া উচিত, সেই ধারণায় পরিবর্তন আনতে পারে। এরপর সমাজ হয়তো দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, বিনয়, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নেতাদের বেশি গ্রহণ করবে।' অন্যদিকে আরেকটি তথ্য আমাদের হতাশ করে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসান ফিসকে, হার্ভার্ডের এমি কাডি এবং অন্য মনোবিজ্ঞানীদের কয়েক দশকের গবেষণা বারবার প্রমাণ করেছে যে

> **শুধু বাংলাদেশ নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও মহামারি কোভিড মোকাবেলায় নারী নেতৃত্ব তাদের অসাধারন মেধা, ধৈর্য্য ও সহনশীলতা দিয়ে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে।**

সফল নারীদের একধরনের সামাজিক শাস্তি পেতে হয়, কারণ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা সফল নারীর চেয়ে সফল পুরুষদের বেশী পছন্দ করে। এছাড়াও করোনাকালীন আরো একটি নেতিবাচক তথ্য আমরা পেয়েছি। ২০২১ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ইউনিসেফ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মহামারির কারণে বন্ধ স্কুল, অর্থনৈতিক চাপ, মা-বাবার মৃত্যু অনেক মেয়ের বাল্যবিবাহের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমান দশক শেষ হওয়ার আগেই এক কোটি অতিরিক্ত বাল্যবিবাহ হতে পারে। নারীর ক্ষমতায়নে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ হলো নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখনো সবক্ষেত্রে কর্মস্থলগুলো নারীবান্ধব করে তোলা সম্ভব হয়নি। এখনো নানারকম প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীরা চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হয়। অবকাঠামোর অভাব যেমন, পরিবহন সেবা, শিশুযত্ন এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা নারীদেরকে অর্থনীতিতে অংশগ্রহণে বাধা দেয়। এখানে নারীবান্ধব কর্মস্থল বলতে বুঝায় কর্মস্থলে ডে-কেয়ার সেন্টার থাকা, সহনীয় কর্মঘন্টা বা নারীদের রাত অবধি অফিসে থাকতে বাধ্য না করা, মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করা, একই অফিসে একাধিক নারী কর্মী থাকা, পর্যাপ্ত ও আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা রাখা, অফিসে আসা-যাওয়ার জন্য পরিবহন নিশ্চিত করা, কাজের ফাঁকে বাচ্চাকে সময় দেয়ার সুযোগ দেয়া ইত্যাদি। কর্মক্ষেত্রে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণে যৌনহয়রানি সবচেয়ে বেশী বাধাগ্রস্থ করে। আমরা জানি হাইকোর্টে নির্দেশনা মোতাবেক যৌন হয়রানি বলতে বোঝায় ঃ (ক) অনাকাঙ্খিত যৌন আবেদনমূলক আচরন (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমন - শারীরিক স্পর্শ বা এধরনের প্রচেষ্টা; (খ) প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা; (গ) যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি; (ঘ) যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন। (ঙ) পর্নোগ্রাফি দেখানো; (চ) যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গি (ছ) অশালীন ভঙ্গি, যৌন নির্যাতনমূলক ভাষা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্যক্ত করা, কাউকে অনুসরন করা বা পেছন পেছন যাওয়া, যৌন ইঙ্গিতমূলত ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা; (জ) চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বোর্ড, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, কারখানা, শ্রেণিকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোনো কিছু লেখা; (ঝ) ব্ল্যাকমেইল অথবা চরিত্র লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে স্থির বা চলমান চিত্র ধারন করা। (ঞ) যৌন নিপীড়ন বা হয়রানির কারনে খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া; (ট) প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেওয়া বা চাপ প্রয়োগ করা; এবং (ঠ) ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারনার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা।

আমরা জানি গত আড়াই দশকে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা বিপ্লব ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের শিল্প-কারখানায়, অফিস-আদালতে, সমাজ নির্মার্ণ কিংবা রাজনীতিতে, শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীদের রয়েছে প্রশংসনীয় অর্জন। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘ ঘোষিত সিডও সনদে স্বাক্ষর করে। দেশে শিশু নীতিমালা ২০১১, চিলড্রেন অ্যাক্ট ২০১৩ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ রয়েছে। নারীর অংশগ্রহণ ২০০০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে ২৩ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে ৩৬ দশমিক ৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। পরিবর্তনের ধারায় ভূমিকা রাখতে যুবরাও এগিয়ে আসছে। আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করছি। এই সময়ে গোটা বিশ্বের নজর নারীর নেতৃত্বের দিকে। এখনই নিজেদের প্রশ্ন করার সময়, আমরা কি নারী নেতৃত্বকে সমর্থন জানাতে যথেষ্ট সহযোগিতা করছি? এই সমাজ এখনো বৈষম্যমূলক জেন্ডার ধারণাগুলোর বশবর্তী হয়ে মেয়েদের জীবনকে যথেচ্ছভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করে কার্যকর উপায়ে নারী নেতৃত্বকে এগিয়ে নিতে হবে। কন্যাশিশু ও কিশোরীদের সমতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্যকে সার্থক করে আসুন মেধা মননে ধারণ করি, পরিবর্তনের মূলমন্ত্র হোক নারী নেতৃত্ব।

উপ-সম্পাদকীয়

মিরসরাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরঃ
হালদা নয় - পানির বিকল্প উৎস প্রসঙ্গে

ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী
সমাজবিজ্ঞানী ও সিনেট সদস্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং চেয়ারম্যান ঘাসফুল।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ - বেজা'র উদ্যোগে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে প্রায় ৩০ (ত্রিশ) হাজার একর এলাকা জুড়ে গড়ে উঠছে দেশের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক অঞ্চল ' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর'। এটার কিয়ংদশ চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড ও ফেনীর সোনাগাজী পর্যন্ত বিস্তৃত। শিল্প নগরটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে ১০ কিলোমিটার এবং চট্টগ্রাম শহরে থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরে। প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় এ শিল্প নগর ২০২১-২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হলে এতে বিনিয়োগ হবে ১৯ বিলিয়ন ডলার, কর্মসংস্থান হবে অন্ততঃ ১৫ লাখ মানুষের এবং এ শিল্প নগর পুরোপুরি চালু হলে এতে প্রতিদিন পানি লাগবে ১২০ কোটি লিটার। ২৮ নভেম্বর ২০২০ চিটাগাং চেম্বার আয়োজিত ' চট্টগ্রামের উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন," চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বঙ্গবন্ধু শিল্প নগরে পানি সংকট কাটাতে হালদা নদী থেকে পানি সরবরাহের চিন্তা করছে মন্ত্রাণালয়। এই উৎস থেকে পানি নেওয়া অনেক সহজ ও সাশ্রয়ী বলেই এ পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে সরকার। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু শিল্প নগরে লবণাক্ত পানির কারণে শিল্পায়ন ব্যাহত হচ্ছিল। তাই কর্ণফুলী ও হালদা নদীসহ বিভিন্ন বিকল্প উৎস থেকে স্বাদু পানি সংগ্রহের জন্য একটি স্টাডি করা হয়। সেই স্টাডিতে কর্ণফুলী ও হালদা নদী থেকে পানি সরবরাহের সুপারিশ করা হয়েছে। এ জন্য সেই পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছি আমরা। হালদা নদীর পানির মাত্র ১শতাংশ আমরা নেব পরিবেশ সম্মতভাবে এবং জীব বৈচিত্র্য অক্ষুন্ন রেখেই"। ২ জানুয়ারি ২০২১ চট্টগ্রামে চীন থেকে দান হিসেবে পাওয়া সড়কবাতি নগর কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর অনুষ্ঠানেও স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য হালদা থেকে পানি নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা পুর্নব্যক্ত করেন, হালদা থেকে পানি নিলে কোন ক্ষতি হবে না মর্মে আশ্বস্ত করেন। মন্ত্রীর উপর্যুপরী এ ঘোষণায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া জানায় হালদা পাড়ের মানুষ, হালদার অংশীজন, উপকারভোগী, পানি-প্রকৃতি-পরিবেশ ও পানির নীচে প্রাণ (Life below water) প্রেমী মানুষ, উন্নয়ন সংগঠক এবং সর্বোপরি হালদা নদী রক্ষা কমিটি। মোদ্দা কথায় তাদের বক্তব্য হচ্ছে হালদা এমনিতেই ভারাক্রান্ত এবং হালদা থেকে আরো পানি উত্তোলনের সিদ্ধান্ত হবে আত্মঘাতী। নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের রয়েছে ৫৪টি অভিন্ন নদী। দেশে নদীর সংখ্যা সাতশোর বেশী - যদিও দখলে দূষণে এগুলোর অস্তিত্ব হুমকির মুখে। "স্বাধীনতার আগে দেশে নৌপথের দৈর্ঘ্য ছিল ২৪ হাজার ১০০ কিলোমিটার। এখন সে দৈর্ঘ্য ৫হাজারের নীচে নেমে এসেছে।" (প্রথম আলো ১০ আগস্ট ২০১৮)। হালদা নদী হাসুক পাড়া পাহাড়, রামগড় খাগড়াছড়ি হতে উৎপত্তি লাভ করে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি, রাউজান, হাটহাজারী ও পাঁচলাইশ থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মোহরা, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে মিলিত হয়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য ৯৪ কি.মি. গড় প্রস্থ ১৩৪ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। হালদা সংলগ্ন ৪টি নদী-কর্ণফুলী, সাঙ্গু, চাঁদখালী, শিকলবাহা এবং হালদা নদীর সংযুক্ত ১৭টি খাল রয়েছে।

চট্টগ্রাম ওয়াসা নগরবাসীর দৈনন্দিন পানির চাহিদা মেটানোর জন্য মোহরা পানি শোধনাগার ও মদুনাঘাট পানি শোধনাগারের জন্য দৈনিক ৩৯ কোটি লিটার পানি উত্তোলন করে হালদা থেকে। "নগরে গড়ে পানির চাহিদা ৪২ কোটি লিটার। চট্টগ্রাম নগরের ৪১টি ওয়ার্ডের মধ্যে অন্ততঃ ছয়টি ওয়ার্ডে এখনো ওয়াসার সংযোগ নেই বলে জানিয়েছেন সিটি কর্পোরেশনের সাবেক কাউন্সিলররা। বিশেষ করে দক্ষিণ পাহাড়তলী, জালালাবাদ, উত্তর পতেঙ্গা ও বাকলিয়া এলাকার কিছু অংশ এখনো ওয়াসার পানি থেকে বঞ্চিত রয়েছে" (প্রথম আলো, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০)। অর্থাৎ বর্তমান অবস্থায়ও পানির চাহিদা এবং যোগানে ঘাটতি রয়েছে। অধিকন্তু চট্টগ্রাম শহরের দ্রুত বিস্তৃতি, উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও দ্রুত আবাসন - শিল্পায়ণের কারণে পানির বর্তমান ঘাটতি ও ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে হালদা ক্রমশঃ ঝুঁকিতে পড়বে - এটাই বাস্তবতা। ওয়াসার এই দুইটি প্রকল্প ছাড়া ভুজপুর ও হারুয়ালছড়ি রাবার ড্যাম এবং ধুরং খালের বাঁধ আছে, আরো রয়েছে ১৮টি স্লুইস গেট এবং সত্তারঘাটে পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্যারালাল ক্যানেল প্রকল্প। এসব প্রতিকূলতার কারণে এমনিতেই হালদার পানি প্রবাহ সন্তোষজনক নয়। শীতকালে নাজিরহাট, ধলই এলাকায় হেঁটে হালদা পার হওয়া যায় এবং কোথাও কোথাও বালির চর উঠেছে যা দ্রুত খনন অতীব জরুরী। হালদা দক্ষিণ এশিয়ায় কার্প জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালি বাউস) মাছের অন্যতম প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র। হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তর (২০০৭-২০১২) পাঁচ বছর মেয়াদী 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র পুনরুদ্ধার প্রকল্প' সম্পন্ন করেছে। আমাদের অর্থনীতিতে হালদার ডিম, রেণু ও তদউৎপাদিত মাছের অবদানও উল্লেখ্যযোগ্য। প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় ইতোমধ্যে দুষণে বিলুপ্ত হালদার ১৫ প্রজাতির মাছ। জোয়ারভাটার নদী হালদা। দেশের প্রধান প্রধান অন্য ক'টি নদীর চেয়ে হালদার স্বকীয়তা হচ্ছে হালদা বাংলাদেশেরই নদী অর্থাৎ উৎসমুখ খাগড়াছড়ি এবং পথ পরিক্রমায় মিলিত হয়েছে কর্ণফুলীতে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র চট্টগ্রামের হালদা নদী কৌলিতাত্ত্বিকভাবে (Genetic) বিশুদ্ধ এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের রুই জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালিবাউস) মাছ এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে অমাবস্যা বা পূর্ণিমার তিথিতে ডিম দেয় এই নদীতে। এছাড়া এখানে আছে বিপন্ন প্রজাতির গাঙ্গেয় ডলফিন, কয়েক প্রজাতির স্বাদু পানির মাছ এবং কয়েক প্রজাতির চিংড়ি (গলদা চিংড়ি অন্যতম)। এক সময় মৌসুমে রুই জাতীয় মাছেরা এখানে প্রচুর ডিম ছাড়তো, জানা যায় ১৯৪৫ সালে এর পরিমাণ ছিল ২৪৭০ কেজি (আজাদী, ১৯৭৯)। মনুষ্য সৃষ্ট নানা প্রতিবন্ধকতা যেমন- নির্বিচারে মা মাছ শিকার, নদীর তীরে ইটের ভাটা, তামাক চাষ, যান্ত্রিক নৌযান, নদী থেকে বালু উত্তোলন, নদীর বাঁক কর্তন, স্লুইস গেট, রাবার ড্যাম নির্মাণ, আবাসিক/গৃহস্থালী- কলকারখানার বর্জ্য, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিঃসরিত তৈল, কৃষিজ বর্জ্য বিশেষ করে চা বাগানের কেমিক্যাল মিশ্রিত বর্জ্য, মুরগীর খামারের বর্জ্য, সংযুক্ত খালগুলির বর্জ্য ও দূষিত পানি এবং চিংড়ী শিকারের জন্য ব্যবহৃত কেমিক্যালস, নদীর পাড়ের স্থাপনা সমূহ, ঘাট, দোকানপাট, হাট বাজারের বর্জ্য ইত্যাদি কারণে হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা দিন দিন কমতে থাকে। ২০১৬ সালে এখানে মাত্র ৭৩৫ কেজি নমুনা ডিম পাওয়া যায়। এ প্রেক্ষাপটে হালদা পাড়ের সন্তান পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রাক্তন মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবদুল করিম এর উদ্যোগে পিকেএসএফ-ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর মাধ্যমে ২০১৫-১৬ সাল হতে ইফাদের সহযোগিতায় "হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ফলশ্রুতিতে ব্যাপক নজরদারী, পরির্চযা, সচেতনতা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, নিরাপত্তা জোরদার করার কারণে ২০২০ সালে রেকর্ড পরিমাণ ২৫,৫৩৬ কেজি ডিম পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সাংসদদ্বয়ের ভূমিকা ও প্রশংসনীয়। হালদা নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ মনজুরুল কিবরীয়ার তত্ত্বাবধানে আইডিএফ-পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত হচ্ছে হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরী, রয়েছে ওয়েবসাইট যার কারণে হালদার সর্ম্পকে ব্যাপক পরিচিতি ও জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক মহলেও।

২১ ডিসেম্বর ২০২০ প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী সরকার হালদা নদীকে "বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ" হিসেবে ঘোষণা করেছে। গেজেটে উল্লেখিত শর্ত সমূহ: "(ক) এ নদী হতে কোন প্রকার মাছ ও জলজ প্রাণি ধরা বা শিকার করা যাবেনা। তবে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর প্রজনন মৌসুমে নির্দিষ্ট সময়ে মাছের নিষিক্ত ডিম আহরণ করা যাবে; (খ) প্রাণি ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী কোন প্রকার কার্যকলাপ করা যাবেনা; (গ) ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ করা যাবেনা; (ঘ) মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণির জন্য ক্ষতিকারক কোনো প্রকার কার্যাবলী করা যাবেনা; (ঙ) নদীর চারপাশের বসতবাড়ি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন করা যাবেনা; (চ) কোনো অবস্থাতেই নদীর বাঁক কেটে সোজা করা যাবেনা; (ছ) হালদা নদীর সাথে সংযুক্ত ১৭টি খালে প্রজনন মৌসুমে (ফেব্রুয়ারী-জুলাই) মৎস্য আহরণ করা যাবেনা; (জ) হালদা নদী এবং এর সংযোগ খালের উপর নতুন করে কোনো রাবার ড্যাম এবং কংক্রিট ড্যাম নির্মাণ করা যাবেনা; (ঝ) 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ তদারকি কমিটি' এর অনুমতি ব্যতিরেকে হালদা নদীতে নতুন পানি শোধনাগার, সেচ প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করা যাবেনা; (ঞ) পানি ও মৎস্যসহ জলজ প্রাণির গবেষণার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ তদারকি কমিটি এর অনুমতি ক্রমে হালদা নদী ব্যবহার করা যাবে; (ট) মাছের প্রাক-প্রজনন পরিভ্রমণ সচল রাখার স্বার্থে হালদা নদী এবং সংযোগ খালের পানির প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবেনা; (ঠ) রুইজাতীয় মাছের প্রাক-প্রজনন এবং প্রজনন মৌসুমে (মার্চ-জুলাই) ইঞ্জিন চালিত নৌকা চলাচল করতে পারবে না।" গেজেটে হালদা নদী - নদীপাড়, ভূমি, মাছ, জলজ প্রাণী, উদ্ভিদ, পানির প্রবাহ, নদীর গতি, দূষণ ইত্যাকার বিষয় সংযোজিত হয়েছে যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে লক্ষ্য ১, ২, ৩, ৬, ৮, ১০, ১৩, ১৪ ও ১৫ অর্জনে সংগতিপূর্ণ এবং সহায়ক। অন্য ক'টি নদী থেকে হালদার পানির বৈশিষ্ট্য কিছুটা ভিন্নতর তা ভৌতিক এবং রাসায়নিক উভয় বিবেচনায়। হালদার এই যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্বকীয়তা ও সংবেদনশীলতা রক্ষা পেলেই হালদা প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে টিকে থাকবে এর ব্যত্যয় ঘটলে নয়। উদ্বেগের বিষয় হল যে, ৯৪ কিলোমিটার হালদার মাত্র ২৯ কিলোমিটার সারা বছর বড় নৌকা চলাচলের উপযোগী থাকে অধিকন্তু লবণাক্ততার ঝুঁকি বাড়ছে ক্রমশঃ। পোনা উৎপাদনকারীদের অভিযোগ ২০২০সালে ২৫,৫৩৬ কেজি ডিম পাওয়া গেলেও তার প্রায় অর্ধেকটাই পঁচে গেছে লবণাক্তার কারণে। আমরা জানি নদীকে কেন্দ্র করেই পেশা, জীবিকা, উৎসব, যাতায়ত-পরিবহণ, বাণিজ্য-বিপনন কেন্দ্র তথা, শহর-বন্দর-নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছে যুগে যুগে দেশে দেশে। হালদাকে কেন্দ্র করে ও জেলে (স্থানীয় ভাষায় ঢোম- মাছ শিকারী, সংগ্রাহক), মাঝি - মাল্লা, পারাপার-পরিবহণ, ডিম সংগ্রহ, পোনা/রেণু উৎপাদক, বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতা স্থানীয় ভাষায় 'বাইশবেয়ারী' (বাইশ অর্থ মাছের রেণু/ পোনা, বেয়ারী অর্থ বিপণনকারী/ব্যাপারী), নৌকা সাম্পান জাল তৈরীর কারিগর, বাঁশের ব্যবসা, বাঁশ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবসা, হালদার পানি নির্ভর কৃষি: ধান, শাকসবজি, বিভিন্ন রকমের ডাল, ভোজনবিলাসীদের পছন্দের হাটহাজারীর মিষ্টি মরিচ, মৌসুমী ফল, ফসল ইত্যাকার কর্মে হালদা পাড়ের লাখ লাখ নিম্নবিত্ত ও সাধারণ মানুষ সম্পৃক্ত ও নির্ভরশীল। এত কিছুর কেন্দ্রে হালদা - সচল বহমান স্বাভাবিক ও স্বকীয় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের হালদা মুমূর্ষ বা মরা হালদা নয় কিন্তু। যেখানে হালদার পানি দিয়ে ওয়াসা নগরবাসীর দৈনন্দিন পানির চাহিদা পূরণে গলদঘর্ম এবং তাতেই হালদা ঝুঁকির মুখে এমনিতর অবস্থায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে মিরসরাই বঙ্গবন্ধু শিল্প নগরে হালদার পানি নেওয়ার মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে নদী-পানি- পরিবেশ প্রকৃতি প্রেমী মানুষ মাত্রেই উদ্বিগ্ন। মন্ত্রী বর্ণিত স্টাডিটি হচ্ছে বেজা'র সাথে আইডব্লিউএম (ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং) এর চুক্তি মূলে সম্পাদিত "Water Demand & Water Availability Assessment For Bangabandhu Shekh Mujib Shilpa Nagar (BSMSN)" এই স্টাডিতে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবের বিভিন্ন তথ্য না থাকার এবং সমীক্ষায় অংশীজনদের মতামত না নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। চট্টগ্রামের জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফারহানা লাভলী বলেন, " আইডব্লিউএম আমাদের কাছ থেকে তথ্য-উপাত্ত নেয়নি। অনেক পুরানো তথ্য দিয়ে তারা প্রতিবেদন করেছে। শুষ্ক মৌসুমে এমনিতে নদীতে পানি কমে যায় আরও নিলে কি থাকবে? হালদা অন্য দশটি নদীর মতো নয়। লিখিতভাবে আমরা মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে জানাবো" (বিডি নিউজ ২৪.COM)। হালদার অংশীজনদের এই উদ্বেগকে প্রশমিত করা তথা অযৌক্তিক অভিধা দিয়ে হালদার পানি নেওয়ার সিদ্ধান্ত জায়েজ করার জন্যই বর্ণিত স্টাডির (সমীক্ষা) দোহাই। কোন কোন স্টাডিতে ও থাকে নানা হিসেব নিকেশ। নিয়োগকারী কৃর্তপক্ষের ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য গোজামিলও দেয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে। ১৩.১০.২০২০ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের হালদা সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরীতে পানি সরবরাহের জন্য প্রস্তাবিত মোহরা পানি সরবরাহ প্রকল্প (ফেইজ -২) এর Environmental Impact Assessment (EIA) বিষয়ক যে প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন তাতে উপস্থিত অংশীজনরা বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী, ড. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, ড. মো: মনজুরুল কিবরীয়া প্রমুখ বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য উপাত্ত ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে যৌক্তিকভাবেই হালদা থেকে পানি নেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৩০ জানুয়ারি ২০২১ হালদা পাড়ে 'হালদা নদী বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক আলোচনা সভা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোঃ মনজুরুল কিবরীয়া তাঁর উপস্থাপনায় হালদা থেকে পানি নেয়ার ঝুঁকি এবং সমূহ পরিণতি ও বিরূপ প্রভাব সর্ম্পকে তথ্য -উপাত্ত দিয়ে উপস্থাপন করেন। ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিইএম) এর উপ-নির্বাহী পরিচালক এস.এম.মাহাবুবুর রহমান তাঁর উপস্থাপনায় কাপ্তাই বাধেঁর ২টি স্পিলের পানি সবসময় পাওয়া সাপেক্ষে হালদা থেকে পানি নেয়া যায় বলে অভিমত দেন। তাঁর এ যুক্তি খোঁড়া, দুর্বল এবং বাস্তবতা বিবর্জিত। ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এ.কে.এম. ফজলুল্লাহ কৌশলী বক্তব্য দিয়েছেন, সরকারের সিদ্ধান্তে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাঁর কাজ করবেন বলে এবং প্রফেসর ড. মোঃ মনজুরুল কিবরীয়ার উপস্থাপনার কয়েকটি তথ্যের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। শুকনো মওসুমে যেখানে কাপ্তাইতে পানির জন্য হাহাকার প্রতিবাদ হয় সেখানে কাপ্তাই বাঁধের দুই স্পিলের পানি সব সময় পাওয়ার আশা -দুরাশাই বটে। উক্ত আলোচনা সভায় সাংসদ এ.বি.এম. ফজলে করিম চৌধুরী, প্রাক্তন মূখ্য সচিব জনাব মোঃ আবদুল করিম, ইউপি চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, পরিবেশ কর্মী, উন্নয়ন সংগঠক সবাই যৌক্তিকভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন হালদা থেকে পানি নেয়ার পরিণতি বিপর্যয়কর হবে এবং এতে এই প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্রটির ধ্বংস অনিবার্য।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে এ প্রবন্ধকারের বক্তব্য ছিল আমি প্রাণী বিজ্ঞানী কিংবা পানি বিশেষজ্ঞ নই। সমাজবিজ্ঞানের একজন ছাত্র। বঙ্গবন্ধু শিল্প নগরে হালদা থেকে পানি নেয়া নিয়ে যে দ্বিমত ভিন্নমতের সৃষ্টি হয়েছে এটা খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। কথা আছে 'নানা মুনীর নানা মত' প্রফেসর ড. মোঃ মনজুরুল কিবরীয়া কিংবা আইডব্লিউএম'র উপনির্বাহী পরিচালক এস.এম. মাহাবুবুর রহমান ভিন্ন অবস্থান ও দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করেছেন। জ্ঞান কান্ডের চর্চ্চার ক্ষেত্রে শেষ কথা বলে কিছু নেই, সুতরাং মত-দ্বিমত কিংবা নতুন মত পথের সন্ধান লাভ করাটাই জ্ঞান চর্চ্চা ও গবেষণার উদ্দেশ্য। রাজনীতি বিজ্ঞানে একটা কথা আছে 'Unity in diversity'–ভিন্নমতের মাঝেই ঐক্যমত্য/ সহমত। আমি মনে করি সেই নতুন মত কিংবা পথটা আমরা পেয়েছি তা হচ্ছে শিল্প নগরীতে পানি লাগবে তবে তা হালদা থেকে নয় ভিন্ন উৎস থেকে। কারণ শিল্প নগরী আমরা গড়ছি-গড়ব কিন্তু প্রকৃতির দান দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র একটা হালদা আমরা গড়তে পারব না। কাজেই হালদা কে রক্ষা করেই ভিন্ন উৎস থেকে পানি জোগাড় করতে হবে এতে হালদা ও রক্ষা পাবে শিল্পায়ন ও হবে। সভার সভাপতি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার আমার বক্তব্যটাকে শিল্পনগরের পানি সমস্যার সমাধানে গঠনমূলক ও ইতিবাচক পরামর্শ বলে মন্তব্য করেন। কথা আছে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হলে তা পানির জন্যই হবে। পানি নিয়ে রাজনীতি, কুটনীতি তো আছেই। উজানের দেশের সাথে ভাটির দেশের সম্পর্কেও টানাপোড়ন সদা সর্বদা, এক্ষেত্রেও হালদাবাসীর সাথে সরকারের নীতি নির্ধারকদের। মিরসরাই বঙ্গবন্ধু শিল্প নগরের জন্য পানির বিকল্প উৎস সমূহ: ১) নিকটস্থ সমুদ্রের পানি Desalination – লবণাক্ততা মুক্ত করে ব্যবহার করা যায়। সৌদি আবর, ইসরাইল সহ অনেকেই তা করছে। ২) ফেনী নদী, কালীদহ নদী, সিলোনিয়া নদী, মুহুরী প্রজেক্ট, মহামায়া লেক থেকে পানি নেয়া যায়। ৩) নিকট অতীতে আদমজীতে আমরা বড় বড় দিঘী দেখেছি সে রকম দিঘী খনন করা যায়। উপরন্তু এ শিল্প নগরে ৩.৫ কি.মি একটি জলাধার ভরাট করে ফেলা হয়েছে বলে জানা যায়। ৪) নাপিত ছড়া, খইয়া ছড়া, ঝরঝরিয়া ছড়া, বাওয়া ছড়া, সোনাই ছড়াসহ প্রকৃতিগতভাবে ৩০ হাজার একরের পাহাড়ী ঢালু এলাকা রয়েছে শিল্পাঞ্চলের অদূরে সেখানে বাঁধ দিয়ে জলাধার সৃষ্টি করা যায় এবং বৃষ্টির পানিসহ যাবতীয় পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। আমরা জানি তাইওয়ানের পানির সিংহভাগই হচ্ছে Rain water Harvesting বা প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্ত পানি। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল বানানো হচ্ছে, আরো বানানো যাবে কিন্তু হালদা বানানো যাবে না - প্রকৃতিগতভাবেই গড়ে উঠেছে। অতএব হালদাকে ঝুঁকিতে ফেলা উচিত হবে না, হালদাকে রক্ষা করাটাই হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি। আবারো ভাবা উচিত, বিকল্প খোঁজাটাই উত্তম যেমনটি হালদা পাড়ের আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার বলেছেন, "জনকল্যাণের জন্য দেশের উন্নয়ন প্রয়োজন। হালদা রক্ষা করে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। হালদা নদীর বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নজরে রয়েছে" (আজাদী, ৩১ জানুয়ারী ২০২১)। আমরা 'হালদা নদী বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' রক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দুরদর্শী ও বিজ্ঞ সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রইলাম।

মো. আবদুল করিম
প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব ও সদস্য, ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ।

অতিথি কলাম

টেকসই উন্নয়ন নারীর সমঅধিকার ও ক্ষমতায়ন

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ২০১৫ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী অগ্রগতির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে বৈশ্বিক লিঙ্গসমতা অর্জনে ২১৩৩ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। হেরিয়েট টেলর মিলের The Enfranchisement of Women গ্রন্থের অনুপ্রেরণায় তাঁর স্বামী স্টুয়ার্ট মিলের রচিত উপযোগবাদী গ্রন্থ The Subjection of Women (১৮৫১)-এ নারীর ভোটাধিকারসহ সমঅধিকারের দাবি ১৮৬৯ সালে উচ্চারিত হয়েছিল। ব্রিটিশ নারীবাদী লেখিকা মেরির A Vindication of the Rights of Women (১৭৯২) বইটি নারীমুক্তি আন্দোলনের আদি বাইবেল হিসেবে স্বীকৃত। যুক্তরাষ্ট্রের নারীদের ভোটাধিকার অর্জিত হয় ১৯২০ সালে। কিন্তু ভারতীয় নারীরা ১৯১৮ সালে তাদের ভোটাধিকার দাবি করেছিলেন যা ১৯৪০ সালে অর্জিত হয়। ১৯৫২ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর রাজনৈতিক অধিকারসংক্রান্ত সনদ গৃহীত হয় এবং নারীর প্রতি বিরাজমান সব বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) জাতিসংঘে অনুমোদিত হয় ১৯৭৯ সালে। ধর্মীয় কারণে এর দুটি ধারাকে সংরক্ষিত রেখে সিডো সনদে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। ২০১৫ সালে জাতিসংঘ-ঘোষিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ২০৩০-এর পঞ্চম অভীষ্ট তথা লিঙ্গসমতা অর্জনে বাংলাদেশ উলেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করলেও বাস্তবতার নিরিখে আরও অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন ও বৈষম্য দূরীকরণে ১০ বছরে বাংলাদেশ ১৯ ধাপ এগিয়েছে। ২০১৬ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের 'জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট' অনুযায়ী বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭২তম; যা ২০০৬ সালে ছিল ৯১তম। জেন্ডার গ্যাপ দূরীকরণে বর্তমানে ভারতের অবস্থান ৮৭তম, চীনের ৯৯তম এবং পাকিস্তানের ১৪৩তম। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ২০১১ সালের 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা'য় নারীবান্ধব বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংযোজিত হয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, ২০০৮-এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৫০-এ উন্নীত হয়েছে। তবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধিত), ২০০৩; যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ ও অ্যাসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২-এর কঠোর প্রয়োগের অভাবে বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও লিঙ্গবৈষম্য পরিস্থিতি এখনো অসহনীয় পর্যায়ে। এ পরিস্থিতির উন্নতি না হলে টেকসই উন্নয়ন সুদূরপরাহত।

উপমহাদেশে রাজা রামমোহন রায় বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও হিন্দু নারীর 'সতীদাহ' প্রথার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার প্রসার ও হিন্দু সমাজে বিধবা বিয়ে আইন প্রণয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। নওয়াব ফয়জুন্নেসা নারী শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেগম রোকেয়া তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে এ দেশে নারী জাগরণের সূচনা করেন। প্রীতিলতা সেন, ইলা মিত্র, সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নারীপ্রগতি আন্দোলন বেগবান হয়েছে। তবে নারী উন্নয়নে ১৯৭৫ থেকে অনুষ্ঠিত কয়েকটি বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত, CEDAW সনদের বাধ্যবাধকতা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী লিঙ্গসমতা ও নারী অধিকার অর্জন এখনো সুদূরপরাহত। ১০৭ বছর আগে নিউজিল্যান্ডে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়, অথচ ১৯১৯ সালে প্রথমবারের মতো কোনো নারী তথায় সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। উন্নত দেশগুলোয় সংসদে মহিলা সদস্যের হার ২৮%, আফ্রিকায় ১৯%, পূর্ব ইউরোপে ১২%; দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য/উত্তর আফ্রিকায় মাত্র ৮%। ২০১৭ সালে ৩ লাখ নারীর মৃত্যু হয়েছে গর্ভধারণ ও প্রসব সংক্রান্ত জটিলতায়। ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অন্যতম পঞ্চম অভীষ্ট (লিঙ্গসমতা) যথাযথভাবে অর্জিত না হলে কোনোক্রমেই টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সম্ভবপর হবে না। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন করতে হলে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিভিন্ন দেশের আইন-কানুন জরুরি ভিত্তিতে পরিবর্তন আবশ্যক। বিশ্বের ৪৯টি দেশে এখনো পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে কোনো প্রকার আইনই প্রণীত হয়নি।

উপমহাদেশে রাজা রামমোহন রায় বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও হিন্দু নারীর 'সতীদাহ' প্রথার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার প্রসার ও হিন্দু সমাজে বিধবা বিয়ে আইন প্রণয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। নওয়াব ফয়জুন্নেসা নারী শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেগম রোকেয়া তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে এ দেশে নারী জাগরণের সূচনা করেন।

৩৯টি দেশের উত্তরাধিকার আইনে ছেলে ও মেয়েরা পিতা-মাতার সম্পত্তির সমান অংশ পায় না। বিশ্বের ৮৭টি দেশের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ৫০ বছরের কম বয়সী নারীর প্রায় ২০% স্বামী কর্তৃক শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। ১৮ বছর বয়সের আগেই এসব দেশের প্রায় দেড় কোটি মেয়ে বাল্যবিয়ের স্বীকার হয়। পুরুষের তুলনায় নারী ২.৬ গুণ বেশি অবেতনভুক্ত কর্মে নিয়োজিত। বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে কর্মরত শ্রমিকের প্রায় ৮০% নারী; প্রায় ২ লাখ নারী অভিবাসী দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট, ২০১৮ অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে ভালো।

মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীতকরণ, পাসপোর্ট ও জন্মনিবন্ধনে বাবার নামের সঙ্গে মায়ের নাম লিখন; 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২' প্রণয়ন ও ৪০টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়ে বাজেট বরাদ্দ রাখা সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপ। নারী উদ্যোক্তার জন্য ১০% এসএমই তহবিল ও ১০% শিল্প প্লটের কোটা সংরক্ষণ, নারীর পুনরর্ধায়নের জন্য ১৫% তহবিল সংরক্ষণ, 'জয়িতা' উদ্যোগের মাধ্যমে নারীর উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, এনজিও/ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত ঋণের প্রায় ৯১% নারীদের প্রদানের ফলে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কিছুটা বেড়েছে। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ও ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে নির্যাতিত নারীদের আইনি সহায়তার পরিধি বাড়ানো হয়েছে। উপজেলা ও পৌরসভায় সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্য সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ করা হয়েছে। দেশের সশস্ত্র বাহিনী ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমব্রত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের নারী দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। ২০১১ সালের সংশোধিত 'নারী উন্নয়ন নীতিমালা'; 'পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০' এবং 'পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩'-এর যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় দেশের নারীদের ওপর অ্যাসিড সন্ত্রাস, যৌন নির্যাতন, বাল্যবিয়ে, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি বেড়েই চলেছে। তনু, মিতু, নুসরাত হত্যার মতো রোমহর্ষক ঘটনা সারা জাতির বিবেককে নাড়া দিয়েছে। আইনি জটিলতায় এ ধরনের মামলায় নারীরা অনেক ক্ষেত্রে সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী বিবাহিত মেয়ের ৮১.৬% স্বামীর ঘরে কোনো না কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে; শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে ৬৪.৬% নারী।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের নারীরা কর্মক্ষেত্রে এখনো ব্যাপক বৈষম্যের শিকার। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে উচ্চতর চাকরিতে নারীরা প্রবেশাধিকার পাচ্ছে না। দেশের কর্মক্ষম প্রায় সাড়ে ৫ কোটি নারীর মাত্র ৩৪% কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত। নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতাসংক্রান্ত মামলায় যাতে দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ ও দায়সারা গোছের চার্জশিট দাখিল করা না করা হয় সে ব্যাপারে সংশি ষ্টদের কঠোর নির্দেশনা প্রদান জরুরি। বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালি কর্মে নিয়োজিত প্রায় ১ কোটি নারীর শ্রমের অর্থমূল্য হিসাব করা প্রয়োজন। সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী একজন পুরুষ দিনমজুর যেখানে দৈনিক মজুরি পান ১৮৪ টাকা, সেখানে নারী মজুর পান ১৭০ টাকা। এ ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। বাংলাদেশের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী ভূমিজ ও আর্থিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয় বিধায় আইনি কাঠামো সংশোধন করে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। বাল্যবিয়ে ও ইভটিজিং রোধে গণসচেতনতা তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করা প্রয়োজন। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য পৃথক স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। অকৃষি খাতে নারী উদ্যোক্তাদের স্বল্পসুদে ঋণ দেওয়া, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধা প্রদান করা হলে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। 'গণমাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য প্রতিবেদন, ২০১৫' অনুযায়ী দেশের মাত্র ১০ শতাংশ নারী গণমাধ্যমের সংবাদে গুরুত্ব পায় বিধায় গণমাধ্যমকে নারীবান্ধব করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। যানবাহনে নারীর নিরাপদ চলা নিশ্চিত করার জন্য আইনি কাঠামো তৈরি ও প্রয়োগ প্রয়োজন। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে লিঙ্গবৈষম্যের কুফল ও ধর্মীয় দৃষ্টিতে নারীর অধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জাতীয় বনায়ন কর্মসূচি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প, পানি ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিযোজন ও উপশম কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। গ্রামাঞ্চলে সীমিত পর্যায়ে প্রবীণ নারী কেন্দ্র স্থাপন করে তাতে ব্যায়াম/শরীরচর্চা, ফিজিওথেরাপি ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে। অসহায় প্রবীণ নারীদের জন্য সর্বজনীন অপ্রদায়ক পেনশন (Universal Non-Contributory Pension) ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। জরুরি ভিত্তিতে একটি স্বাধীন নারী মানবাধিকার কমিশন গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এতে আইনের আশ্রয়লাভ ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তিসহ নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করা যাবে। 'গৃহকর্মী সুরক্ষা নীতিমালা'র কঠোর প্রয়োগ এখন সময়ের দাবি। নির্যাতিত নারীদের জন্য হাসপাতালে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও থানায় থানায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু করা প্রয়োজন। চলমান চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নারীদের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা না গেলে দেশ কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারবে না। তথ্যপ্রযুক্তির সুফললাভে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কৌশলগত সহযোগিতার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে নারীদের বিরুদ্ধে বেআইনি ও মনগড়া কার্যক্রম বন্ধের পাশাপাশি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সংস্কারের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। রূপকল্প-২০২১ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ২০৩০ অর্জনের লক্ষ্যে নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন অত্যাবশ্যক। নারীর ক্ষমতায়ন উন্নত-সমৃদ্ধ বৈশ্বিক কাঠামো তৈরিতে সহায়তা করবে। উল্লেখ্য, চলমান বিশ্ব মহামারী করোনা প্রতিরোধে বিশ্বের যে ছয়টি দেশ (জার্মানি, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ফিনল্যান্ড, বাংলাদেশ ও তাইওয়ান) তুলনামূলকভাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে তার সবকটিতেই নারী রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত। করোনাভাইরাস লকডাউনের কারণে নিজ নিজ ঘরে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তাই ডিজিটাল বিপ্লবে তাদের অভিগম্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জরুরি পদক্ষেপ প্রয়োজন। অন্তরঙ্গজনের সহিংসতা (Intimate Partner Violence, IPV) বিশ্বব্যাপী ব্যাপক হারে বেড়ে যাচ্ছে বিধায় বাংলাদেশে তা প্রতিরোধের লক্ষ্যে অবিলম্বে আইনি কাঠামো তৈরি করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীরা অনগ্রসর বিধায় ডিজিটাল বিপ্লবে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি; নারী পাচার; যৌন হয়রানি ও নারীর অঙ্গচ্ছেদ বন্ধ; যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার অর্জন, ভূমিসহ অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর অভিগম্যতা নিশ্চিতকল্পে জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ এর ৫ম সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ জানুয়ারি ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের ৫ম সভা (২০২০-২১ অর্থ বছর) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংস্থার চলমান কার্যক্রম নিয়ে এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা হয় এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসময় সর্বসম্মতিক্রমে ছয় (০৬) সদস্য বিশিষ্ট ঘাসফুল অডিট ও ফিন্যান্স কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির সদস্যরা হলেন, আহ্বায়ক পারভীন মাহমুদ এফসিএ, যুগ্ম আহ্বায়ক সমিহা সলিম, সম্পাদক মারুফুল করিম চৌধুরী ও সদস্য গোলাম মোস্তফা, কবিতা বড়ুয়া এবং শিব নারায়ন কৈরী। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সহসভাপতি শিব নারায়ন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম ও পারভীন মাহমুদ এফসিএ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, কমউনিকেশন, এডমিন, ফান্ড রাইজিং ও মনিটরিং ব্যবস্থাপক নুদরাত এ করিম।

অভিনন্দন!

ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব মোঃ আবদুল করিম ইউসেপ সোস্যাল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করায় ঘাসফুল পরিচালনা পর্ষদ এর পক্ষ থেকে জানানো হয় ফুলেল শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

ঘাসফুল'র উদ্যোগে দুস্থ ও শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

ঘাসফুল কর্ম-এলাকা নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে গত ২৭ জানুয়ারি স্থানীয় দুস্থ শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন নিয়ামতপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট সমাজসেবক মোঃ বজলুর রহমান নঈম। এ সময় সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সহকারি পরিচালক সাইদুর রহমান, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন, শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ আবুল কালাম আজাদ, হিসাবরক্ষক মোঃ সোহেল রানা প্রমুখ।

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গে শীতে কষ্ট পাওয়া মানুষদের সাহায্যার্থে ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য ঝুমা রহমান অনুদান হিসেবে চব্বিশটি কম্বল প্রদান করেন।

ইয়েস প্রকল্প সংবাদ

দক্ষ ও প্রশিক্ষিত যুব শক্তির বিকল্প নেই

কারিগরি প্রশিক্ষণার্থীদের নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান

১৮ ফেব্রুয়ারি প্রকল্প কার্যালয়ে বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী ৫৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে উপকরণ ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রকল্প সমন্বয়কারী রবিউল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজসেবা অফিস-৩ (দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) এর প্রধান প্রশিক্ষক মোঃ আরিফ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, চট্টগ্রামের সম্ভাবনাময় তরুণ যুব গোষ্ঠীকে নেতিবাচক সব ধরনের কর্মকান্ড হতে দূরে রেখে তাদেরকে সমাজ ও দেশের জন্য যোগ্য, দক্ষ ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ডিজিটাল আগামী বিনির্মানে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত যুব শক্তির কোনো বিকল্প নেই। এ কার্যক্রমের সঙ্গে ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের যোগসূত্র দেশকে আরো শক্তিশালী করবে।

উল্লেখ্য, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ও ইউকেএইড'র অর্থায়নে ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্প গত ২০১৯ সাল হতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১২টি ওয়ার্ডে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং প্রকল্পের কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছে জেলা সমাজসেবা অফিস - ৩ (দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) ও ইউসেপ বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মাস্ক হস্তান্তর

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২৩ মার্চ কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ০৯টি ওয়ার্ডের ২৫ জন তরুণ নেতৃবৃন্দের হাতে মাস্ক হস্তান্তর করেন ঘাসফুলের প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইয়েস প্রকল্পের সমন্বয়কারী রবিউল হাসান, প্রকল্প অফিসার গৌতম কুমার শীল, জসিম উদ্দিন, প্রকল্পের ফ্যাসিলিটেটর কামরুন নাহার, সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার, নিবেদীতা পাল, ইয়ুথ ভলান্টিয়ার মল্লিকা দাশ, তানজিনা জাহান ও ফাতেমা আক্তার প্রমুখ।

কাজের স্বীকৃতি আমাদের তরুণদের উৎসাহিত করবে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উপলক্ষে নারী সম্মাননা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উপলক্ষে গত ১৩ মার্চ প্রকল্প কার্যালয়ে কোভিড-১৯ মহামারীতে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ৬জন নারী উপকারভোগী সদস্যকে ইয়েস প্রকল্পের পক্ষ হতে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে প্রকল্প সমন্বয়কারী রবিউল হাসানের সভাপতিত্বে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ বিভাগের সহকারী পরিচালক খালেদা আক্তার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, স্বেচ্ছাসেবী কাজের স্বীকৃতি আমাদের তরুণদের উৎসাহিত করবে এবং যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলা ও দেশ গঠনে তাদের ভূমিকা আরো বলিষ্ঠ হবে। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ।

জীবন দক্ষতা সেশন পরিচালনা

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্প এর আওতায় চলমান কোভিড-১৯ সময়কালে অনলাইনে বিভিন্ন কমিউনিটি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জীবন দক্ষতা সেশন পরিচালনা করা হয়। গত তিনমাসে ৪৩৮টি জীবন দক্ষতা সেশনে মোট ৩৯৩৩জন উপকারভোগী সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ৪৩৮টি সেশনের মধ্যে ২৯০টি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জালালাবাদ, পাঁচলাইশ, চান্দগাঁও, পশ্চিম ষোলশহর, শুল্কবহর, উত্তর পাহাড়তলী, সরাইপাড়া, দক্ষিণ পাহাড়তলী, বাগমনিরাম, গোসাইলডাঙ্গা, ফিরিঙ্গিবাজার ওয়ার্ডের বিভিন্ন কমিউনিটি পর্যায়ে এবং বাকী ১৪৮টি সেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিচালনা করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে, পাহাড়তলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুইয়াশ বুড়িশ্চর শেখ মোহাম্মদ সিটি কর্পোরেশন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পাথরঘাটা সিটি কর্পোরেশন কলেজ, হোসেন আহমদ সিটি কর্পোরেশন কলেজ, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ, দেওয়ানহাট সিটি কর্পোরেশন কলেজ, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা এবং দারুল উলুম মাদ্রাসা। সেশন পরিচালনা করেন, ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার গৌতম কুমার শীল, জসিম উদ্দিন ও জেরিন হায়দার চৌধুরী। ফ্যাসিলিটেট করেন প্রকল্পের ফ্যাসিলিটেটর কামরুন নাহার, মোঃ ইসমাইল হোসেন ও সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার। আয়োজনে সহায়তা করেন ইয়ুথ ভলান্টিয়ার নিবেদীতা পাল, মল্লিকা দাশ পিয়া ও শর্মী চক্রবর্তী। এছাড়াও প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমের মধ্যে গত তিনমাসে ২০ জন উপকারভোগী সদস্য সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীনে পরিচালিত ড্রেস মেকিং ও টেইলরিং বিষয়ক এবং ইউসেপ বাংলাদেশ'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ২২ জন উপকারভোগী সদস্য মোবাইল সার্ভিসিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ও বিউটি কেয়ার বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এ উপলক্ষে গত ২ ফেব্রুয়ারি প্রকল্প সমন্বয়কারী রবিউল হাসানের সভাপতিত্বে আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মোঃ আশরাফ উদ্দিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা কার্যালয় এর কর্মকর্তাগণ, ইউসেপ বাংলাদেশের কর্মকর্তাসহ ইয়েস প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল সংবাদ

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে বই উৎসব

সারা দেশের মত গত ১ জানুয়ারি ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলেও নতুন পাঠ্যবই বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষার্থীদের পরিবর্তে অভিভাকদের হাতে বই তুলে দেয়া হয়। এ সময় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল কমিটির আহবায়ক প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী, শিক্ষক জান্নাতুল মাওয়া, শাহনাজ বেগম, রুনা আক্তার, তানজিনা হক, নাজমা ইসলাম।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

চট্টগ্রামের পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে জুম কনফারেন্স এর মাধ্যমে মহান ২১ ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। অনলাইনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল পরিচালনা কমিটির আহবায়ক ও ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী, শিক্ষক জান্নাতুল মাওয়া, শাহনাজ বেগম, রুনা আক্তার, তানজিনা হক, নাজমা ইসলাম ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা

গত ২৪ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাঝে 'স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২১' বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইনে বিচারক হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল স্কুল কমিটির আহবায়ক প্রফেসর ড. জয়নব বেগম ও স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

গত ১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল আয়োজিত অনলাইনে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্য্য সঙ্গীতের চিত্রাংকন শিক্ষিকা শম্পা লোধ, স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরীসহ স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। বিজয়ী এবং অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানানো হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ 'স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মহান স্বাধীনতা দিবস' উদযাপন করা হয়। এদিন সকালে স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম শুরু করেন এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা শেষে গত ২৪ মার্চ অনলাইনে অনুষ্ঠিত রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ক বিভাগে (২য় - ৩য় শ্রেণি) প্রথম হয়েছে ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থী মুনতাসির রহমান, দ্বিতীয় ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান ও তৃতীয় ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থী সাদিয়া আক্তার। খ বিভাগে (৪র্থ - ৫ম) প্রথমস্থান অধিকার করে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী আহেম্মদ শরীফ, দ্বিতীয় ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী ফাহমিদা সুলতানা ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী উম্মে সানজিদা। বিজয়ীদের অভিনন্দন জানানো হয় এবং নাম অভিভাবকদের স্ব স্ব হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে এ প্রেরণ করা হয়। অনলাইনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল পরিচালনা কমিটির আহবায়ক ও ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী, শিক্ষক জান্নাতুল মাওয়া, শাহনাজ বেগম, রুনা আক্তার, তানজিনা হক, নাজমা ইসলাম ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি ঘাসফুল Ghashfulbd ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (সেপ) সংবাদ

প্রকল্প পরিচিতি মূলক সভা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনবেল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (সেপ) এর উদ্যোগে প্রকল্প পরিচিতিমূলক সভা গত ০৬ জানুয়ারি নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বজলুর রহমান নঈম, নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আমির আবদুল্লাহ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান। আরো উপস্থিত ছিলেন আম চাষী, আম ব্যবসায়, প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছেরসহ ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগ ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

নিরাপদ আম উৎপাদন, প্যাকেজিং ও বিপণন বিষয়ক জ্ঞান বিনিময় কর্মশালা

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনবেল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (সেপ) এর উদ্যোগে গত ৩১ মার্চ নওঁগা নিয়ামতপুর উপজেলাস্থ স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে 'নিরাপদ আম উৎপাদন, প্যাকেজিং ও বিপণন বিষয়ক জ্ঞান বিনিময়' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ামতপুর জেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিলুফা সরকার'র এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এএইচ কনসালটেন্ট ডঃ আরিফ মাহমুদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হার্টিকালচার ফার্ম এর জার্মপ্লাজম অফিসার মোঃ জহিরুল ইসলাম, নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ রফিকুল ইসলাম, সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের সহকারী পরিচালক ও সেপ ফোকাল পার্সন মোঃ শামসুল হক। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর ও সাপাহার উপজেলার আম চাষীগণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছেরসহ ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগ ও এসইপি প্রকল্পের কর্মচারীবৃন্দ।

ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

নিয়ামতপুর ও সাপাহার শাখায় গত তিন মাসে (১০-১১, ১৩-১৪, ১৯-২০, ২৭-২৮ জানুয়ারি, ০৯-১০, ১৭-০৮ ফেব্রুয়ারি ও ০৯-১০মার্চ) দুইদিনব্যাপী 'পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে আমচাষ ও বাজারজাতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি' ও ' কম্পোস্ট সার তৈরী ও পরিবেশবান্ধব আম পরিচর্যা' শীর্ষক মোট সাতটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৪০জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (আমচাষী) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন নিয়ামতপুর উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ শফিউল আলম, সাপাহার উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ মনিরুজ্জামান ও নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আমির আবদুল্লাহ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, সাপাহার উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মুজিবর রহমান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের ও টেকনিক্যাল অফিসার এস.এম. কামরুল হাসান।

পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

গত তিন মাসে নিয়ামতপুর উপজেলায় 'পরিবেশ ক্লাব' ও সাপাহার উপজেলায় 'বাগানবিলাস পরিবেশ ক্লাবে'র তিনটি করে মোট ছয়টি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য ঘাসফুল সেপ প্রকল্পের উদ্যোগে কর্ম-এলাকায় গঠিত এসব পরিবেশ ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে স্থানীয়দের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সচেতনতা ও উন্নয়নমুলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সভায় আম ব্যবসার সাথে জড়িত সকলের কল্যাণে টয়লেট ও গার্বেজ নির্মাণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সাপাহার উপজেলার সভায় টয়লেট স্থাপনের জন্য সকলের সর্বসম্মতিক্রমে জায়গা নির্বাচন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ শামসুল আলম শাহ্ চৌধুরীসহ আম ব্যবসার সাথে জড়িত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং প্রকল্প কর্মকর্তাগণ। সভাগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি সংবাদ

হাটহাজারীতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন-পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন 'সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নস্থ নগেন্দ্র নাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে গত ১৮ মার্চ ও ২৫ মার্চ গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ইউপি পরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে পৃথক দু'টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে ইউনিয়ন দু'টিতে পৃথক আলোচনা সভা এবং দিনব্যাপী স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। মেখল ইউনিয়নে ঘাসফুল'র পরিচালক (কার্যক্রম) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান এবং গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে রিজিউনাল ম্যানেজার মো: নাছির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলোতে প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মো.সালাউদ্দিন চৌধুরী ও গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মো মজিবুর রহমান। মেখল ইউনিয়নে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নগেন্দ্র নাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক বাবু জহরলাল দেব নাথ, মেখল ইউপি সদস্য বাবু লাভলু ভটাচার্য্য। গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন প্রবীণ ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি এহছানুল হক, হাটহাজারী মডেল থানার এএসআই মীর মোহাম্মদ, গুমানমর্দ্দন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানদু'টিতে বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে আমরা এখনো পরাধীনতার শৃংখলে নিপিড়িত নির্যাতিত হয়ে অধিকার বঞ্চিত জাতি হিসেবে থাকতাম। ইউনিয়ন দু'টিতে আয়োজিত স্বাস্থ্য ও চক্ষু ক্যাম্পে মোট ৯০১ জন রোগীকে বিনামূল্যে মা ও শিশু, ডায়াবেটিক, মেডিসিন, চক্ষু রোগের চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় হাটহাজারীর মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে চলমান করোনাকালীণ সময়েও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে উভয় ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। গত তিন মাসে ১৮১টি স্ট্যাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মোট ২৩০১জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ৪০৮জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয় ১২৪টি। এ ছাড়া কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট ২৩০০টি, ক্যাপসুল আয়রন, ফলিক এসিড ও জিংক ৪২০০টি, পুষ্টিকণা ১৭০টি ও ক্যালসিয়াম (মিরাকেল) ৩১১০টি বিতরণ করা হয়।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বয়স্ক ভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিন মাসে ২০০জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট তিন লক্ষ টাকা বয়স্ক ভাতা ও ০৮জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার হারে মোট ১৬ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ২৭৮জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

জীবন কাহিনী

মোঃ নাসির উদ্দিন
সমন্বয়কারী সমৃদ্ধি কর্মসূচী

ছানি অপারেশন'র পর নতুন করে পৃথিবী দেখা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় চক্ষুক্যাম্প মেখল ইউনিয়ন বাসীর জন্য এক নব দিগন্ত। পরম করুনাময় আল্লাহর অমূল্য দান এ চোখ। কোন কারনে যদি চোখের কোন রকম ব্যধি হয় তাহলে নিজেকে অসহায় মনে হয়। নিরবে নির্ভৃতে এ কান্না কেউ বুঝে না। অন্তঃত ষাটউর্দ্ধ বয়সী প্রবীণগণ যা চায় তা হচ্ছে নিজে কাউকে কোন কাজে সহায়তা করতে না পারলেও নিজে নিজের কাজ সেরে সৃষ্টি কর্তাকে স্মরণ করে সহি সালামতে পরলোক গমন করতে। কোন কারনে যদি চোখের সমস্যা হয় তাহলে তারা নিজেরা নিজেদের পরম বোঝা মনে করেন। যাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল তাদের জন্য চোখের অপারেশন হয়ত কোন ব্যাপার না। কিন্তু যারা সহায় সম্বলহীন গরীব দুস্থ নিজেদের জীবিকা অর্জনের চিন্তা নিজেদেরকে করতে হয় তাদের জন্য আমাদের এ সহায়তায় অনেক বড়। অনেকে এই দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়াকে নতুন জীবন ফিরে পাওয়ার সমতুল্য মনে করেন। সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শক রুবি চৌধুরী ৮নং ওর্য়াডের শুক্কুন বলীর বাড়ি খানা পরিদর্শনে গেলে নুর নাহার বেগম তাকে তার চোখের সমস্যার কথা জানায়। স্বাস্থ্য পরিদর্শক রুবি চৌধুরী পূর্ন নাম ঠিকানা সংগ্রহ করে নুর নাহার বেগমকে চক্ষু ক্যাম্প শুরু হলে বিনামূল্যে চোখের ডাক্তার দেখানোর ব্যাপারে আশ্বস্থ করেন। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নগেন্দ্রনাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়ে চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলে সেখানে নুর নাহার বেগমকে চোখের ডাক্তার দেখানো হয়। সেখানে তার চোখের ছানির সমস্যা ধরা পড়ে। ডাক্তারের পরামর্শে সমৃদ্ধি কর্মসূচর আওতায় বিনামূল্যে তার ছানি অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে নুর নাহার বেগমের সাথে কথা বলে জানা যায়, নুর নাহার বেগম ঘাসফুলের সহায়তায় চোখের অপারেশন করে সে পুরোপুরি সুস্থ। এখন তিনি আগের মত সব দেখতে পান। নিজের কাজ নিজেই করতে পারেন। তিনি ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কোভিড-১৯ এর কারণে বর্তমানে আমরা নতুন স্বাভাবিকতায় অভ্যস্থ হয়ে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তারই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। গত তিন মাসে সংস্থার কর্ম এলাকা নওগাঁ, ফেনী ও কুমিল্লায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকতাগণ। এ সময় সংযুক্ত ছিলেন সংস্থার পরিচালক (অপারেশন) ফরিদুর রহমান, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম'র সহকারী পরিচালক শামসুল হক। প্রশিক্ষণ গুলো পরিচালনা করেন সংস্থার প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ বিভাগের সহকারী পরিচালক খালেদা আক্তার, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম'র সহকারী পরিচালক সাইদুর রহমান খান, রিজিওন ম্যানেজার মোঃ তাঈম-উল-আলম, মোঃ সেলিম, এমআইএস বিভাগের ব্যবস্থাপক শাহাদাৎ হোসেন, জুনিয়র অফিসার শরীফ হোসেন মজুমদার ও ডাটা সফট'র ইমতিয়াজ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা এ.টি.এম তৌহিদুল ইসলাম।

এক নজরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Microcredit management & Office Etiquette	০২ জানুয়ারি	৭৫জন	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
মাইক্রোফিন্যান্স অডিট	১০-১২ জানুয়ারি	০১ জন	সিডিএফ
Microfin 360 software	০৬ ফেব্রুয়ারি	৪৫ জন	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Micro Enterprise Analysis & Loan Appraisal	১৫-১৮ ফেব্রুয়ারি	০১ জন	সিডিএফ
Microfinance management	০৩-০৪ মার্চ	৪০ জন	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Microfin 360 software	০৬ মার্চ	২১ জন	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
37th advanced training course on research techniques in social science	১৯ মার্চ - ১০ এপ্রিল	০৩ জন	ব্যুরো অফ ইকোনোমিক রিচার্স
Risk Management Toolkits for MFIs	১৪ - ১৬ মার্চ	০১ জন	সিডিএফ

শোক সংবাদ

সহকর্মী নিয়ামতপুর শাখার (শাখা কোড -১২) জুনিয়র অফিসার সোহাগ বাবু গত ০৪ অক্টোবর ২০২০ সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ২৯ মার্চ দুপুর ১.১০ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহী রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবার মরহুমের প্রতি গভীর শোক ও পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং মহান আল্লাহ'র দরবারে তাঁর আত্মার মাগফেরাত ও নাজাত কামনা করেন।

আমাদের সহকর্মী ধামইর হাট শাখার (শাখা কোড - ৫০) সহকারি কর্মকর্তা শাকিলা আক্তার গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ০২ মার্চ দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন! তার মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার অত্যন্ত মর্মাহত এবং গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমার আত্মার মাগফেরাত ও নাজাত কামনা এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

পিতৃবিয়োগ

ঘাসফুল শনির আখড়া শাখার কর্মকর্তা (শাখা ব্যবস্থাপক) মোঃ হাবিবুর রহমান'র পিতা মোঃ লাল মিয়া গত ৬ মার্চ ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবার মরহুমার প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং পরিবারবর্গে প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম

নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিন মাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	৮২৬ জন
টিকাদান কর্মসূচি	৩৪৩ জন
পরিবার পরিকল্পনা	১৮৯৬ জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৫৫০৭ জন
হেলথ কার্ড	১৪১১ জন

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৯২জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে । ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ২৪৩৩২৪৫/-(চব্বিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুইশত পঁয়তাল্লিশ) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৮৪৯৬২৭/- (আট লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত সাতাশ) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৪৬৫০০০/-(চার লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪৭৩২
সদস্য সংখ্যা	৭৮৩৩৪
সঞ্চয় স্থিতি	৭০৭৫৭৩৫৩১
ঋণ গ্রহীতা	৫৯৩৯৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	১৮০৮৮৬৭৩৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১৬৪৯২২৫৭৪২৫
ঋণ স্থিতির পরিমান	১৫৯৩৩৫৭৪৮
বকেয়া	২২২১৩৫৩৯১
শাখার সংখ্যা	৫৭

মোহাম্মদ ওসমান
এরিয়া ম্যানেজার
পটিয়া (হাটহাজারী) এরিয়া

জীবন কাহিনী

একজন স্বপ্নবাজ তরুণের স্বপ্ন পূরণ

হাটহাজারী উত্তর মার্দাশা এলাকার তরুণ কামাল উদ্দিন পরিবারের অমতে পছন্দের মানুষটিকে বিয়ে করে ভাবতো জীবনটা তার পরিপূর্ন, তার স্বপ্ন সার্থক। কিন্তু না, তার ভুল ভাংগতে খুব বেশিদিন লাগেনি। পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে কামাল উদ্দিন বুঝতে পারে বাস্তবতা অনেক কঠিন। চরম হতাশায় কামাল উদ্দিন এক সময় ধরেই নিয়েছিলো তার জীবনটা কষ্টের মাঝে কাটবে। হাতে কোন পুঁজি কিংবা পরিচিত কোন অর্থ-সংস্থানের উপায় নেই যে তা দিয়ে ব্যবসা শুরু করা যায়। কামাল উদ্দিন ভাড়া বাসা নেয় চৌধুরীহাট এলাকায়। সেখানে তিনি একটি পোল্ট্রি ফার্মে বন্ধুর সাথে কাজ শুরু করে। এসময় নানা সূত্রে তিনি জানতে পারেন, ঘাসফুল নামক এনজিও যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ঋণ প্রদান করে থাকে। অতপর কামাল উদ্দিন একদিন ঘাসফুল চৌধুরীহাট শাখায় শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে কথা বলেন এবং পোল্ট্রি ফার্ম করার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য আলোচনা করেন। তিনি চৌধুরী হাট শাখার বাজার সমিতিঃ ০৫ পুরুষ সদস্য সদস্য হিসেবে ভর্তি হলেন। আলোচনা আর স্বপ্ন বাস্তবায়নে তার দৃঢ়তা দেখে শাখা ব্যবস্থাপক তাকে প্রথমবারের মতো পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করেন। কামাল উদ্দিন এই প্রারম্ভিক পুঁজি নিয়ে ছোট্র একটি পোল্টি ফার্ম তৈরি করে স্বপ্নের পথে যাত্রা শুরু করে। ধীরে ধীরে সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা আসতে শুরু করে, সাথে সাথে বড় হতে থাকে তার স্বপ্ন। তিনি এক বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধের পাশাপাশি ২য় দফায় ৮০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পোল্ট্রি ফার্মের পাশে একটি পুকুর লীজ নিয়ে মাছচাষ শুরু করে। ৩য় দফায় আবার ৮০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পোল্ট্রি ফার্ম আরো বড় করেন।

করোনায় সারা বিশ্বের মতো সেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তার পোল্টি ফার্ম বন্ধ হয়ে যায় এবং পুঁজি হারিয়ে তিনি আবারো অসহায় হয়ে পড়ে। লকডাউন শেষে আবার সে ঘাসফুল এ যোগাযোগ করে এবং পুনরায় ঋণের জন্য আবেদন করে। শাখা ব্যবস্থাপক সব শুনে তাকে প্রণোদনা ঋনের (কমসুদের ঋণ) থেকে এবার ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে। কামাল উদ্দিন তার বন্ধ হয়ে যাওয়া পোল্ট্রি ফার্ম আরো বড় করে গড়ে তুলেন এবং পাশাপাশি আরো একটি বড় পুকুর লীজ নিয়ে বড় পরিসরে মাছ চাষ শুরু করেন। এখন তার পোল্ট্রি ফার্ম থেকে প্রতিমাসে আয় আসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং মাছ বিক্রি করে আয় হয় প্রায় ২৫ হাজার টাকা। সংসারে এখন তার স্বচ্ছলতার হাসি। দুই বছরের সন্তান তালহা'কে নিয়ে তার এখন সুখের সংসার। কৃতজ্ঞতার সাথে সবসময় স্বরণ করে ঘাসফুল সংস্থার আর্থিক ও মানসিক সহয়তার কথা। স্বপ্নবাজ কামাল উদ্দিন এখনো স্বপ্ন দেখে তার পোল্ট্রি ফার্ম আরো বড় হবে, স্থায়ী একটা স্বপ্নের নীড় হবে। কামাল উদ্দিন এখন হতাশার নয় এলাকার যুবকদের স্বপ্নের প্রেরণা হয়ে আলো ছড়াচ্ছে।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২০ বছর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

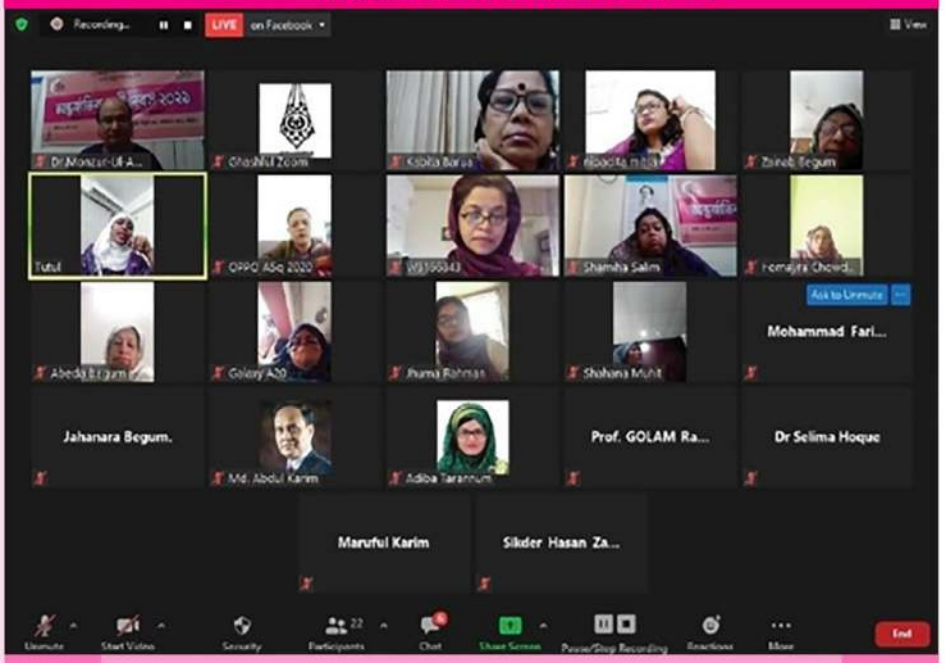

নারীদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে হবে

নারী তার সম্ভাবনা, দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। করোনাকালীন সময়ে সমাজের বিভিন্ন সেক্টরের নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। নারীর উন্নয়নে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে। নারীকে সাহসের সাথে এগিয়ে আসতে হবে এবং সকলের সহযোগীতায় তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। ভেদাভেদ ও বৈষম্যহীন স্বনির্ভর, আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানমনস্ক একটি বাংলাদেশ ছিল মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন। নারী-পুরুষের যৌথ উদ্যোগে এবং সহযোগীতায়ই তা বাস্তবায়ন সম্ভব। 'করোনাকালীন নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ০৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উপলক্ষে চট্টগ্রাম বাদশা মিয়া রোডস্থ ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী সকাল ৯:৩০টায় কেক কেটে দিবসটির দুই পর্বের অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

১ম পর্বে সংস্থার সাধারণ পরিষদ সদস্য জাহানারা বেগমের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংস্থার পরিচালক (অপারেশন) ফরিদুর রহমান, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিবেদিতা পাল এবং তার সাথে আরেকটি দলীয় সঙ্গীতে অংশ নেন তানজিলা জাহান, ফাতেমা আক্তার, গুলশান আরা, ফরিদা ইয়াসমীন, মল্লিকা দাশ ও জোবায়দা গুলশান-আরা। কবিতা আবৃত্তি করেন ইমরানা নাসরিন। অনুষ্ঠানমালার দ্বিতীয়পর্বে ঘাসফুল-চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে ও সঞ্চলনায় ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম। বক্তব্য রাখেন, সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ সাদিয়া আফরোজ চৌধুরী, উপদেষ্টা সুরাইয়া জান্নাত এফসিএ, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, সাধারণ পরিষদ সদস্য ও সাবেক মুখ্যসচিব মোঃ আবদুল করিম, প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, ডাঃ সেলিমা হক, ঝুমা রহমান, জাহানারা বেগম, ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রমের এরিয়া ম্যানেজার রেহেনা বেগম, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল এর অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী, ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের ইনচার্জ সেলিনা আক্তার, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন'র সুপারভাইজার ফরিদা ইয়াসমীন, ইয়েস প্রকল্প'র ফ্যাসিলিটেটর নিবেদিতা পাল, ঘাসফুল বিকাশ কেন্দ্রের সহায়িকা শিরিন আক্তার। সঙ্গীত পরিবেশন করেন আদিবা তারান্নুম, কবিতা আবৃত্তি করেন ইমরানা নাসরিন ও দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিবেদিতা পাল, তানজিলা জাহান, ফাতেমা আক্তার, গুলশান আরা, ফরিদা ইয়াসমীন, মল্লিকা দাশ ও জোবায়দা গুলশান-আরা। এসময় আরো সংযুক্ত ছিলেন সংস্থার সাধারণ পরিষদ সদস্য শাহানা মুহিত, সহকারী পরিচালক খালেদা আক্তার, অডিট ও মনিটরিং ব্যবস্থাপক টুটুল কুমার দাশ, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রহমান, পাবলিকেশন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তারসহ সংস্থার কর্মকর্তাগণ। অনুষ্ঠানটি ঘাসফুল বিডি ফেসবুক পেইজে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
মফিজুর রহমান
নুদরাত এ করিম
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, এমএ মঞ্জুরী, বাড়ী নং-৫/ডি, বাদশামিয়া রোড, আমিরবাগ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫
ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org